পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮১ ইং : ২৪শে রবিউল আওয়াল, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮১ ইং
৩৪শ বর্ষ
১৮ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* আল-কুরআনে মোহাম্মদ (সঃ-এর প্রশংসা	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,	
* হাদীস শরীফ : 'ওয়াহী-ইলহাম'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর অনন্য মর্যাদা'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* ৮৮তম সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—(৬১) :	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৩
* সিয়েরালিয়নের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষণ	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
* সংবাদ ঃ প্রফেসর সালামের সম্মানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ ও মসজিদে শুভাগমন		১৭
* প্রফেসর সালামের চট্টগ্রাম আহ্‌মদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ঃ		
* প্রফেসর সালামের বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ঃ		

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি ॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ॥ [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

بسم الله الرحمن الرحيم   وعلى عبده المسيح الموعود   نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮১ ইং : ৩১শে সুলেহ, ১৩৬০ হিঃ শামসী

আল-কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রসংশা

(১) (হে রসুল!) তোমাকে আমরা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।
(সুরা আম্বিয়া, ১০৮ আয়াত)

(২) (হে সমগ্র মানবকুল!) এই মহা মাহিমান্বিত রসুল তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট (প্রেরিত হইয়া) আসিয়াছেন; যাহা তোমাদের জন্য পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর, তাহা তাঁহার একেবারেই অসহনীয় এবং তোমাদের প্রতিটি উপকার ও কল্যাণের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রাহান্বিত ও লালায়িত। মোমেনদের ব্যাপারে তিনি রউফ ও রহীম— অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়াল।
(সুরা তওবা, ১২৮ আয়াত)

(৩) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহর মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে।
(সুরা আহ্‌যাব, ২২ আয়াত)

(৪) (হে রসুল!) তোমাকে আমরা (সকল মানবের জন্য) আদর্শ রূপে, (গ্রহণকারীদের জন্য) সুসংবাদদাতারূপে এবং (অস্বীকারকারীদের জন্য) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের উপর ঈমান আন, তাঁহার রসুলের সহায়ক হও, তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি কর এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (হে রসুল!) নিশ্চয়ই যাহারা তোমার বয়াত (অর্থাৎ দীক্ষা) গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট বয়াত করে; আল্লাহ্‌র হস্ত তাহাদের হস্তের উপরে (অবস্থিত)।
(সুরা ফাতাহ, আয়াত ৯—১১)

(৫) নিশ্চয়ই মোমেনদের উপরে আল্লাহ্‌তায়ালার কত বড় এহসান যে তিনি তাহাদের মধ্য হইতে একজন মহামহিমান্বিত রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করেন, তাহাদিগকে সকল প্রকারের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র করেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কেতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দান করেন, অথচ তাঁহার আগমনের পূর্বে এই সকল লোক প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে পড়িয়াছিল।
(সুরা আলে ইমরান, ১৬৫ আয়াত)

(৬) হে নবী! তোমাকে আমরা সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জল দীপ্তিকর সূর্যরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

(সুরা আহযাব, ৪৬:৪৭ আয়াত)

(৭) এই নবী মোমেনদের প্রতি তাহাদের নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশী সদয় এবং তাঁহার স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা (স্বরূপ)। (সুরা আহযাব, ৭ আয়াত)

(৮) যদিও মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষের (দৈহিক) পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল (হিসাবে অগণিত মোমেনের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (শুধু তাহাই নহে বরং তিনি) নবীগণের মোহর (হিসাবে নবীগণেরও আধ্যাত্মিক পিতা)। (সুরা আহযাব, ৪১ আয়াত)

(৯) এই রসুল কোন কথাই প্রবৃত্তির তাড়নায় বলেন না। বরং তাহার সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র ওহী (অনুসারেই নিঃসৃত)। তেমনিভাবে তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোজক ও শাফায়াতকারী স্বরূপ। যেভাবে দুইটি ধনুকের তার মিলিত হইলে পরস্পর একত্রিত হয়, তেমনিভাবে তিনি উলুহিয়ত ও ইনসানিয়তের ধনুক দ্বয়ের উভয় তারের সম্মিলনের সরল রেখা স্বরূপ—এতদ উভয়ের পরস্পর সংস্পর্শ সংযোগের উপায় স্বরূপ। (ভাবার্থ)

(সুরা নজম, ৪:১০ আয়াত)

(১০) তুমি (হে রসুল!) মানব জাতির মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলেই আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন—(তোমরাও আল্লাহর মাহ্‌বুব ও প্রিয় হইয়া যাইবে।

(সুরা আলে ইমরান, ৩০ আয়াত)

(১১) যাহারা আল্লাহ্‌ এবং এই রসুল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করিবে তাহারা, আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ও তাহাদের সহিত সমমর্যদায় সমাসীন হইবে। তাহারা পরস্পর উত্তম সাথী। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সেই মহান কল্যাণ (যাহা পূর্ববর্তী আয়াতে মুহাম্মদ সাঃ-এর অনুবর্তিতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে)। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সুরা আল নেসা, নবম রুকু, আয়াত ৭০-৭১)

(১২) এবং মোহাম্মদ (সাঃ) একজন মহামান্বিত রসূল ব্যতীত অন্য কিছু নহেন; তাঁহার পূর্ববর্তী রসূলগণ নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; তিনিও যদি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান অথব নিহত হন, তোমর কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে? (সুরা আলে এমরান; ১৫শ রুকু)

(১৩) এবং তোমার পূর্বে কোন বাশার (অর্থাৎ মরণশীল মানব)-এর জন্য অস্বাভাবিককাল যাবৎ জীবিত থাকা নির্দিষ্ট করি নাই। কি, তুমি তো (হে মোহাম্মদ!) স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়া যাইবে, তবুও তাহারা (তোমার পূর্বের বাশার) অস্বাভাবিককাল যাবৎ জীবিত রহিয়া যাইবে?! (রুহানীভাবে চিরস্থায়ী কল্যাণ প্রবহমানতায় অমর রসূল একমাত্র তুমিই)। (সুরা আম্বিয়া, ৩ য়রুকু)

সংকলন ও অনুবাদ—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুহাম্মদীয় উম্মতে 'ওয়াহী-ইলহাম'।

৪৭৪। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "রিসালত * (রাসুল হওয়া) এবং 'নবুওয়াত' (নবী হওয়া) শেষ হইয়াছে। এজন্য আমার পরে কোন রাসুল নাই, নবী নাই। রিওয়াইতকারী বলেন যে, এই কথা লোকের নিকট বড়ই মুশকিল বোধ হইল যে, এই নিয়ামত ত এখন গেল। ইহাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : "মুবাশশেরাতবাহী নবুওয়াত বাকী আছে। নবুওয়াতের শুধ্ শরীয়তবাহী দিক শেষ হইয়াছে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লহ্'র রাসুল, মুবাশ্শেরাত দ্বারা কি বুঝায়' ? তিনি সাঃ) ফরমাইলেন : "এরূপ মনে করিয়া নেও, যেমন মুসলমানের স্বপ্ন দেখা। কারণ, ইহাও নবুওয়াতের এক অংশ।" ['তিরমিযি ; 'কিতবুর রুইয়া ; বা যাহাবাতেন্নাবুওয়াতু ওয়া বাকিয়াতেল্ মুবাশ্শেরাত : ; ২:৫১ পৃঃ]

---

* (১) "ইন্নমান-নবুওয়াতুল-লতি ইনকতায়াত বেওয়াজুদে রসুলল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইন্নামা হিয়া নবুওয়াতুত তাশরীয়ে লা মোকামাহা ফালা শারয়া ইয়াকুনু নাসেখান লেশারয়েহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ওয়া হাযা মা'না কওলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা আন্নার রেসালাতা ওয়া ন্নাবুওয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রসুলা বা'দি ওয়ালা নাবীয়া ইয়াকুনু আলা শারয়েন ইউখালেফু শারয়ী ইযা কানা ইয়াকুনু তাহতা হুকমে শারিয়াতি।"

অর্থাৎ, "রাসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর ওয়াজুদে যে নবুওয়াত কাটা গিয়াছে, তাহা হইল শরীয়তবাহী নবুওয়াত (নবুওয়াতুৎ-তাশ্রীয়ি)। উহার স্থান নাই। কোনো শরীয়ত হইবে না, যাহা তাঁহার (সাঃ) শরীয়ত রহিত করিবে এবং এ অর্থই তাঁহার (সাঃ) এই বাক্যের যে, 'রিসালত ও নবুওয়াত নিশ্চিত কর্তিত হইয়াছে, অতঃপর আমার পরে রাসুলও নাই, নবীও নাই, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী শরীয়তসহ হইবেন, পরন্তু যিনিই হইবেন তিনি আমার শরীয়তের আজ্ঞাধীন হইবেন। ['ফতুহাতে মাক্কিয়া ; ২:৩পৃঃ]

(২) "ফান নবুওয়াতু সারিয়াতুন ইলা ইওমেল কিয়ামাতে ফিল খালকে ওয়া ইন কানাত তশরীয়ু কাদ ইনকাতায়াত ফাততাশরীয়ু জুযয়ুম মিন আজযায়িন নবুওয়াতে।"

অর্থাৎ, 'নবুওয়াত জারি আছে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র সৃষ্টিতে। শরীয়তবাহী নবুওয়াত নিশ্চিত বন্ধ হইয়াছে। শরীয়তবাহী নবুওয়াত নবুওয়াতের অংশ সমূহের একটি অংশ মাত্র।' ['ফতুহাতে মাক্কীয়া ; বাব ৭৩, ২:১০০০ পৃঃ] হাদিস নং ৫৮২, এবং পাদটীকা হাদিস নং ৪৭৮, ৪০৫, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৭ এর টীকা দ্রষ্টব্য।

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হজরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর অনন্য মর্যাদা

আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ) উলুহিয়ত বা ঈশ্বরত্বের পূর্ণতম বিকাশস্থল এবং খোদা দর্শনের স্বচ্ছতম দর্পন স্বরূপ।

"মোকামে জামঈয়া"—বা 'সম্মিলন ও একাত্মতার মার্গ'-এর আলোকে তাঁহার বচন খোদার বচন তাঁহার আবির্ভাব খোদার আবির্ভাব এবং তাঁহার আগমন খোদার আগমন বিশেষ।

কত খোশ-নসীব সেই ব্যক্তি যে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহুঃ)-কে পথ-নির্দেশনা ও অনুবর্তিতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে।

'মোকামে-জামঈয়া' বা ('সম্মিলন ও একাত্মতার মার্গ) হইল 'কা'বা কওসাইন' قاب قوسين এর মার্গ, যে-সম্বন্ধে পবিত্র সূফিকূলের গ্রন্থাবলীতেও বিশদ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তেমনি আল্লাহ্তায়ালা 'মোকামে-জামঈয়া'-এর দিক দিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলি নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ' রাখিয়াছেন। উহার আভিধানিক অর্থ হইল 'পরম প্রশংসিত'। সুতরাং এই চূড়ান্ত মার্গের প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার শান ও মর্যাদার অন্তর্গত কিন্তু 'জিল্লি' অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্বণ স্বরূপ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেও দান করা হইয়াছে। তেমনি কুরআন শরীফে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু :)-এর নাম দেওয়া হইয়াছে নূর', যাহা জগতকে আলোকিত করে এবং তাঁহার নাম 'রহমত'-ও বটে, যাহা জগতকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। তেমনি 'রউফ' رؤف এবং 'রহীম' رحيم—নামেও তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে এবং কুরআন শরীফের বহুস্থানে ইঙ্গিত-ইশারায় এবং সুস্পষ্ট ভাষ্যেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইলেন 'উলুহিয়ত' বা ঈশ্বরত্বের পূর্ণতম বিকাশস্থল এবং তাঁহার বচন খোদাতায়ালার বচন, তাঁহার আবির্ভাব খোদাতায়ালার আবির্ভাব এবং তাঁহার আগমন খোদাতায়ালার আগমন স্বরূপ।

সুতরাং কুরআন শরীফে এতদসংক্রান্ত একটি আয়াত ইহাও যে—وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا—"ঘোষণা কর যে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন 'হক' বা সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে, মিথ্যা পলায়ন করারই ছিল।' 'হক' বলিতে এস্থলে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু, কুরআন শরীফ এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বুঝায়, এবং বাতিল বা মিথ্যা বলিতে শয়তান ও শয়তানের দল

এবং শয়তানী শিক্ষা ও মতাদর্শসমূহ বুঝায়। সুতরাং লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নামের মধ্যে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-কে কিরূপে শামিল করিয়াছেন, যাহার ফলে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর আবির্ভাব খোদাতায়ালারই আবির্ভাব বলিয়া নিরূপীত হইল! কিরূপ জালালী ও তেজদীপ্ত আবির্ভাব, যদ্বারা শয়তান উহার সমগ্র সম্ভসামন্তসহ পলায়ন করিল, উহার শিক্ষা ও আদর্শ লাঞ্ছিত ও হেয় পতিপন্ন হইল এবং উহার দল ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করিল! এই পুর্ণাঙ্গ সামগ্রিকতার কারণেই সুরা আলে-ইমরানের তৃতীয় পারায় সুবিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে যে সকল নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁহাদের জন্য খাতমুল-মুরসালীনের শীর্ষমর্যাদার শান ও মাহাত্ম্য তথা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন এবং তাঁহার এই জালাল ও প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যের প্রচার ও প্রসারে সর্বান্তঃকরণে সহায়ক হওয়া বাধ্যকর করা হইয়াছে। সেইজন্যই হযরত আদম সফিউল্লাহ (আঃ) হইতে লইয়া হযরত মসীহ কলেমাতুল্লাহ্‌ (আঃ) পর্যন্ত যত নবী-রসুল গত হইয়াছেন—তাঁহারা সকলই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জালাল ও মর্যাদা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। হযরত মুসা (আঃ) তৌরাতে বলিয়াছেন: "সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন" (দ্বিতীয় বিবরণ; ৩৩ঃ২)—এতদ্বারা তিনি সুস্পষ্টতঃ জানাইয়াছেন যে, পারণ পর্বতে ঐশী প্রতাপ স্বীয় জ্যোতি-বিকাশে পূর্ণত্বে পৌঁছিল এবং সত্যের সূর্য সামগ্রিক কিরণপাতে পারণের উপরেই উদ্ভাসিত হইল। তৌরাত আমাদিগকে ইহাও জানায় যে, পারণ বা ফারান হইল মক্কা-মুয়াজ্জামাস্থ পাহাড়, যেখানে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদিপিতা বা পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাইল (আঃ) আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ইহাই ভৌগলিক মানচিত্রাবলীতেও সপ্রমাণিত। তেমনি আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ জানেন যে, মক্কা মুয়াজ্জামা হইতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন রসুল আবির্ভূত হন নাই। সুতরাং দেখ, হযরত মুসা (আঃ)-এর পক্ষ হইতে কিরূপ পরিস্কার সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে যে, পারণ পর্বত হইতে সত্যের সূর্য উদিত হইবে। উহার আলোকরশ্মি সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও তীব্রতর হইবে। সুতরাং সত্যের ক্রম-বিকাশমান আলোকরশ্মির ধারাবাহিক শৃঙ্খল তাঁহারই সামগ্রিক কল্যাণ ও আশিসময় সত্তায় চরমত্ব লাভ করিল।

এই সমগ্র বক্তব্যের মোদ্দা-কথা এই যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির মাপকাঠিতে ঐশী বা এলাহী নৈকট্যের মার্গ সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং নৈকট্যের তৃতীয় তথা চূড়ান্ত মার্গ—যাহা ঈশ্বরত্ব বা উলুহিয়তের পূর্ণতম বিকাশস্থল এবং খোদা দর্শনের স্বচ্ছতম দর্পন বিশেষ, উহা আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য সর্বস্বীকৃত, যাঁহার আলোচ্ছটা সহস্র সহস্র মানবচিত্তকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে এবং অগণিত মানবত্মাকে অন্তর্নিহিত অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া 'অনাদি নূর' আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে। জনৈক কবি কি উত্তম কথা বলিয়াছেন:

محمد عربی بادشاہ ہردو سرا — کرے ہے روح قدس جسکے در کی دربانی
اسے خدا تو نہیں کہ سکوں پہ دوستا ہوں - اسکی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی

"মোহাম্মাদে-আরবী (সাঃ) দুই জাহানের বাদশাহ। যাঁহার দুয়ারের চৌকিদারী করেন রুহুল কুদ্‌স—পবিত্রাত্মা ।। তাঁহাকে খোদা বলিতে না পারিলেও আমি বলিব। তাঁহার মর্যাদাতত্ত্ব জানার মধ্যেই খোদার জ্ঞানতত্ত্ব লাভ করা যায় ।।"

কত সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনুকরণ ও অনুবর্তিতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে এবং কুরআন শরীফকে পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে অবলম্বন করিয়াছে।

"আল্লাহুমা সাল্লে আলা সৈয়্যেদনা ও মৌলানা মোহাম্মাদিও ওয়া আ'লেহি ওয়া আস-হাবেহী আজমায়ীন। আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী হাদা কাল্‌বানা লেহুব্বে রসুলেহি ওয়া তামীযে ইবাদেহিল মুকাররাবীন।" (সুরমা চাশমে আরিয়া, হাশিয়া পৃঃ ২১৯—২২০)

"আমি সদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবী যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মদ (হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর) তিনি কি উচ্চমর্যাদার নবী! তাঁহার অত্যুচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার পবিত্র প্রভাব ও ক্রীয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের সাধ্যাতীত। *

পরিতাপের বিষয়, সনাক্ত করার যে যথাযথ কর্তব্য ছিল সেইরূপে তাঁহার মর্যাদা ও মর্তাবাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তৌহীদ জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছিল, একমাত্র সেই শক্তিধর মহাবীরই (সাঃ) পুনরায় তাহা আনায়ন করেন। তিনি খোদাতায়ালার সহিত চরম ও পরম পর্যায়ে মহব্বত করেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবজাতির সহানুভূতিতে তাঁহার আত্মা বিগলিত হয়। সেইজন্য খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন, তিনিই তাঁহাকে সকল নবী—পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্যে ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদান ব্যতিরেকে কোনও মর্যাদা ও ফজিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা প্রত্যেক ফজিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।"

---

* আশ্চার্যের বিষয় যে, দুনিয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে কিন্তু এই কামেল নবীর কল্যাণ-প্রবাহের কিরণসমূহ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। যদি খোদার কালাম কুরআন শরীফ প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে একমাত্র এই নবীর সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি এখনও স্বশরীরে আকাশে জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান আছেন। কেননা আমরা তাঁহার জীবনের প্রকাশ্য চিহ্নাবলী বিদ্যমান পাইতেছি—তাঁহার দ্বীন জীবন্ত দ্বীন, তাঁহার অনুগামী সঞ্জীবিত হয় এবং তাঁহার মাধ্যমেই জিন্দা খোদাকে পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে ও তাঁহার ধর্মকে এবং তাঁহার প্রেমিকগণকে ভালবাসেন। স্মর্তব্য যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিত এবং আসমানে সকলের চাইতে তাঁহার মোকাম সর্বোচ্চে অবস্থিত, কিন্তু নশ্বর ও পার্থিব দেহসহ নহে বরং অন্য এক নূরানী (আলোকময়) দেহের সহিত, যাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমান খোদার সান্নিধ্যে আসমানে অবস্থানরত আছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৮)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২রা জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

এবারের সালানা জলসা পূর্বাপেক্ষা শান ও মর্যাদায় আসিয়াছে, অধিক বরকত লইয়া আসিয়াছে।

ওক্‌ফে-জদীদ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসরমান হইয়াছে।'

ওক্‌ফে-জদীদের ২৪তম বর্ষের ঘোষণা

রাবওয়া, ২রা জানুয়ারী ১৯৮১ইং—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুমার নামাজ পড়ান এবং জুমার খোৎবা এরশাদ করিতে গিয়া রাব্বে-করীম খোদাতায়ালার শোকর আদায় করেন যে, এবারের (১৯৮০ সনের) সালানা জলসা পূর্বাপেক্ষা অধিক শান ও মার্যাদায় আসিয়াছে। যোগদানকারীদের সংখ্যাধিক্যেও এবারের জলসা পূর্বের জলসা সমূহকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। চিত্তে পরিবর্তন আনায়নকারী অধিকতর চিহ্নাবলী সহকারে আসিয়াছে।

হুজুর বলেন, এই উপলক্ষে আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক শোকরগুজার হই, যাহাতে আগামী জলসা বিগত জলসার তুলনায় বহু গুণে বর্ধিত বরকত ও আশিস বহ সাব্যস্ত হয়। হুজুর দোওয়া করেন, আগামী জলসায় খোদাতায়ালার ফজল, বরকত ও অনুগ্রহরাজী অধিকতর পরিমাণে বর্ষিত হউক, অধিকতর সংখ্যায় বন্ধুগণ যোগদান করুন, ব্যবস্থাপনা আরও ব্যাপক ও সুষ্ঠু হউক, যোগদানকারীগণ মানবতার দুঃখ-কষ্ট মোচনে অধিকতর তৎপর ও সক্রিয় হউন, মানবতার দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনমূলক সুচিন্তিত উপায় ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হউক। হুজুর বলেন, শুধু আগামী জলসাই নয় বরং প্রতিটি আগামী দিবসও পূর্ববর্তী দিবস অপেক্ষা খোদাতায়ালার অধিকতর বরকত ও কল্যাণে ভরপুর হইয়া উদিত হউক, প্রতিটি আগামীদিন খোদাতায়ার হাম্‌দ ও শোকর, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় উন্নতর হউক, খোদাতায়ালা আমাদিগকে প্রতিদিন মকবুল ও মশকুর।—আল্লার নিকট গৃহীত ও সমাদৃত আমল সম্পাদনের তওফিক দান করুন এবং যে আজাব ও ধ্বংসের দিকে জগত ধাবিত হইয়া চলিয়াছে উহা হইতে উদ্ধারের উপায় ও উপকরণ আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং সৃষ্টি করুন। আমীন।

হুজুর এই প্রসঙ্গেই ওক্‌ফে জদীদের ২৪তম বর্ষেরও ঘোষণা করেন। ওক্‌ফে-জদীদের বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। হুজুর ওক্‌ফে-জদীদের কর্ম তৎপরতার উপর স্বীয় মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ওক্‌ফে জদীদ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে আগ্রসরমান হইয়াছে। হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-জদীদের আসল দায়িত্ব এই যে, ওয়াকেফীনে-ওক্‌ফে জদীদ যেন স্থানে স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন, জামাতের তরবিয়ত করেন এবং নবাগত-

দিগেরও তরবিয়ত করেন। হুজুর বলেন, আমি জলসাতেও বলিয়াছিলাম যে, প্রতিটি জামাতে যদি আমাদিগকে ওয়াকেফে-জিন্দেগী পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে যতগুলি জামাত আছে, ততজন ওক্‌ফকারীও আসা উচিত। হুজুর বলেন, এই সকল ওক্‌ফকারী আটা-ডাল দিয়া তো তৈরী করা যায় না ; ইহারা তো মানুষ, এবং মানুষদেরই কর্তব্য, নিজেদের সন্তানদিগকে ওক্‌ফ করা।

হুজুর বলেন, যদিও ওক্‌ফে-জদীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার নিম্নতম মান রাখা হইয়াছে—অষ্টম শ্রেণী হইতেও লওয়া হয়, কিন্তু এই নিম্নমানের কারণে ইহা মানে করা ঠিক নয় যে, বুদ্ধি-মেধা অথবা এখলাস, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গবোধও নিম্নমানের হইবে। হুজুর বলেন, আমাদের ওয়াকেফীনে-ওক্‌ফে-জদীদের অনেকে এমনও আছেন যাহারা কোন কোন শাহেদ মুরুব্বীদিগের চাইতেও এখলাস ও ওফাদারী—নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা জোশ ও জাযবা—উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত কাজ করেন। হুজুর বলেন, আমি একটি তাহ্‌রীক ইহাও করিয়াছিলাম যে, এরূপ ওয়াকেফীন আগাইয়া আসুন যাহারা নিজেদের গ্রাম হইতে এখানে সেলসেলার মারকাজে আসিয়া কয়েক সপ্তাহের কোর্স সম্পন্ন করুন, তারপর ফিরিয়া যাইয়া সেই মানদণ্ডে খেদমতের পরিচালনাভার গ্রহণ করুন। হুজুর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জামাত সেই দিকে পুরাপুরী মনোযোগ দেয় নাই এবং দুঃখের বিষয় ইহাও যে, যাহারা নিজেদের কোর্স সম্পন্ন করিয়া কর্মস্থলে ফিরিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের জিম্মাদারী বুঝেন নাই। হুজুর বলেন, এ বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হউক, ইহাও ওক্‌ফে জদীদের কাজ।

হুজুর এই প্রসঙ্গে ওক্‌ফে-জদীদের লিটারেচারের কথাও উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ওক্‌ফে-জদীদের অধিকতর দৃষ্টি যেহেতু তরবিয়তের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ, সেইজন্য এই প্রতিষ্ঠান উক্ত উদ্দেশ্যে লিটারেচারও প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ওক্‌ফে-জদীদ সিন্ধি এবং পস্তো ভাষায় লিটারেচার প্রকাশ করিয়াছে।

হুজুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, ফার্সী ভাষায় ভাল লিটারেচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। হুজুর বলেন, আমাদের জামাতের কোন কোন লোকের রোইয়ার আলোকে মনে হইতেছে যে, যে সকল এলাকায় ফার্সী ভাষা বলা হয় সেই সব অঞ্চলে আহ্‌মদীয়াত শীঘ্রই বিস্তার লাভ করিবে। হুজুর দোওয়া করেন, খোদা করুন, আমরা যে তাবীর বুঝিতে পারিয়াছি, উহা যেন বাস্তবে পূর্ণ হয়। সেইজন্য আহমদীয়াত যখন ঐ সকল এলাকায় বিস্তার লাভ করিবে, তখন মানুষ ফার্সী ভাষায় পুস্তকাদির চাহিদা জানাইবে। হুজুর বলেন, এই কাজ ততটা ওক্‌ফে-জদীদের নয়, যতটা জামাতীভাবে ইহা জামাতে আহমদীয়ার কাজ। হুজুর বলেন, এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কাব্য গ্রন্থের সহিত কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। হুজুর ফয়সালাবাদ (লায়েল পুর) জিলার আমীর মোহতারম শেখ মোহাম্মদ আহমদ মাজহার সাহেব সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে পুরস্কৃত করুন। তিনি একজন বিশিষ্ট ফার্সীবিদ। তাঁহাকে হুজুর ফার্সী 'দুররে

সমীন'-এর পুরাতন সংস্করণ দিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ সংস্করণে যাহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল উহাতে কেতাবত ও এরাবের কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল। হুজুর বলেন, আমি আমার সফরে যাওয়ার পূর্বে তাঁহাকে (মোহতারম শেখ সাহেব) সেই পুস্তকটি দিয়াছিলাম, যেন উহা তিনি সংশোধন করিয়া দেন। তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, জলসা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবেন। সুতরাং তিনি কাজ সম্পন্ন করিয়া পুস্তকটি ফেরত দিয়াছেন। হুজুর বলেন, আমি চাই যে, সেলসেলা আহমদীয়ার মহান প্রতিষ্ঠাতার গ্রন্থাবলী সর্বোত্তম কিতাবত, সর্বোত্তম মুদ্রণ এবং সর্বোত্তম কাগজে প্রকাশিত হউক এবং অতি আকর্ষণীয়রূপে দুনিয়ার হাতে এই 'রুহানী খাজনা'—আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার পেশ করা হউক। কেননা এই কালামের যে শান ও মর্যাদা—তদনুযায়ী উহার বাহ্যিক পরিচ্ছদও হওয়া চাই। হুজুর বলেন. এমন হওয়া উচিত যে, অন্যান্য লোকের পস্তকাদি তো উত্তম কাগজ ও গেট-আপ সহকারে প্রকাশ হউক, আর হুজুর (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী সামান্য ও সাধারভাবে ছাপুক।

হুজুর বলেন, ওক্‌ফে-জদীদের অর্থেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এবং বন্ধুগণ সেই দিকেও মনোযোগ দিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। হুজুর বলেন, ১৯৭৯-৮০. সনে সামগ্রিকভাবে ওক্‌ফে-জদীদের চাঁদায় উসলী নিরানব্বই হাজার টাকারও বেশী হইয়াছে কিন্তু আতফাল-খাতে কমী রহিয়াছে। হুজুর বলেন, সে ক্ষেত্রেও অগ্রসর হওয়া উচিত। হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন জামাতকে আগাইয়া যাওয়ার তওফিক দান করেন। আমীন।

হুজুর আরও বলেন যে, আপনারা দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে কাজ করার ক্ষমতা ও তওফিক দেন। হুজুর বলেন, এখনও জলসার ক্লান্তি দূর হয় নাই। এখনও আট দশ দিনের ডাক (যাহা জলসার কারণে জমিয়া গিয়াছে) দেখিতে হইবে। তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সেগুলি প্রায় আট-দশ হাজার চিঠি-পত্র হইবে। হুজুর বলেন, আমি কাজকে ভয় করি না এবং এই ভয়ও করি না যে কাজ সম্পন্ন হইবে না। হুজুর বলেন, আমি জানি যে খোদাতায়ালার ফজল ব্যতিরেকে এই কাজ হইতে পারে না এবং ইহাও জানি যে, খোদাতায়ালার ফজল একমাত্র দোওয়ার দ্বারা হাসিল হয়। হুজুর বলেন, আমি ইহার জন্য দোওয়া করি এবং ইহাও মনে করি যে, আপনারাও দোওয়া করিয়া থাকেন, কেননা খলিফায়ে-ওয়াক্ত এবং জামাত ভিন্ন দুইটি জিনিস নয়। হুজুর বলেন, এই উদ্দেশ্যেই কথাটি তুলিয়াছি যেন এ বিষয়ের দিকে বন্ধুদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করি যে, খলিফায়ে-ওয়াক্তের সহিত সমগ্র জামাতের দোওয়া শামিল থাকা উচিত; হুজুর বলেন, বন্ধুগণ দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার সহিত কাজ করার তওফিক দান করেন। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ৬ই জানুয়ারী ১৯৮১ইং)

সংকলন : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর জন্য আমাদের মটো (Motto) হইবে 'হাম্‌দ' ও 'আয্‌ম'—আল্লাহ্‌র প্রসংশাকীর্তন, দৃঢ়চিত্ততা ও দৃঢ়সংকল্প, প্রেম ভালবাসা এবং হিতাকাঙ্খা ও মানবসেবা।

আমাদের সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হইলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত সম্পর্ক মুসলমান ভাইগণ।

রাবওয়া, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮০ইং—আজ সকাল প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকায় জামাত আহমদীয়ার ৮৮তম সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করিতে গিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন : আমাদের ভালবাসার সর্বাধিক উপযোগী হইলেন আমাদের মুসলমান ভাইগণ, কেননা তাঁহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের দিকে আরোপিত।

হুজুর বলেন, হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা মানবজাতিকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করার প্রয়াস পাইব। আমরা চাই, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সম্মান ও মর্যাদা, তাঁহার জ্যোতি ও সৌন্দর্যকে জগতময় বিস্তারদানে আত্মনিবেদিতপ্রাণ মানব সকল যেন একটি প্লাটফর্মে একত্রিত হয়। আর এই সব কিছুই প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমেই সংঘটিত হইবে।

হুজুর জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির উদ্দেশ্যে হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর জন্য প্রেম ও ভালবাসাকে মটো (Motto) হিসাবে নির্ধারণ করিয়া বলেন যে, নিজের অন্তর হইতে সকল ক্রোধ-উত্তেজনা মুছিয়া ফেল এবং সমস্ত তিক্ততা ভুলিয়া যাও।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার ভাষণ শুরু করিবার পূর্বে নিম্নরূপ পাঁচটি কুরআনী দোওয়া সকরুণ কণ্ঠে বার বার পাঠ করেন এবং সেগুলির তরজমাও শুনান :—(১) রাব্বানা আতেনা মিনলাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়েলানা মিন আমরেনা রাশাদা"

তরজমা—'হে আমাদের রব, তুমি আমাদিগকে তোমার পক্ষ হইতে (বিশেষ) রহমত (করুণা) দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের (এই) ব্যাপারে কল্যাণ ও সাফল্যের উপকরণ সৃষ্টি কর।" (সুরা কাহ্‌ফ, ১১ আয়াত)

(২) "রাব্বে আওযে'নী আন আশকুরা নে'মাতাকাল-লাতী আনয়ামতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালেদাইয়া ওয়া আন আ'মালা সালেহান তারযাহু ওয়া আসলেহ্‌ লি ফি যুররিয়াতি ইন্নিতুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলেমীন।"

তরজমা—'হে আমার রব! আমাকে তওফিক দাও যেন আমি তোমার নেয়ামত যাহা আমার উপর এবং আমার মাতা-পিতার উপর করিয়াছ—সেগুলির শোকর আদায় করিতে পার

এবং তোমার পছন্দনীয় কর্ম (আমল) সম্পাদন করিতে পারি—(সেই তওফিকও দান কর) এবং আমার সন্তানদের মধ্যে নেকীর বুনিয়াদ কায়েম কর, আমি তোমারই পানে ঝুঁকিতেছি এবং আমি তোমার ফরমাবরদার ও অনুগত্য বান্দাদের অন্তর্গত।"

(সুরা আল-আহ্‌কাফ ; ১৬ আয়াত)

৩। "রাব্বে ইন্নি লেমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খাইরেন ফাকীর।"

তরজমা—'হে আমার রব! তোমার কল্যাণ হইতে যাহা কিছুই তুমি আমার প্রতি বর্ষণ করিবে, উহার আমি মুখাপেক্ষী। (সুরা কালান ; ২৫ আয়াত)

৪। "রাব্বানা আতমেম লানা নূরানা ওয়াগফের লানা ; ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।"

তরজমা—"হে আমাদের রব! আমাদের নূর বা জ্যোতিকে আমাদের কল্যাণার্থে পূর্ণ কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর ; তুমি সকল বিষয়ে সর্বসক্ষম।" (সুরা তাহ্‌রীম ; ৯ আয়াত)

৫। "রাব্বানা আ'তেনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল-আখেরাতে হাসনাতাও ওয়াকেনা আযাবান-নার।"

তরজমা—"হে আমাদের রব! আমাদিগকে ইহজীবনেও সাফল্য দাও এবং পরকালেও সাফল্য দাও এবং আগুনের আজাব হইতে আমাদিগকে বাঁচাও।"

(আল-বাকারা ; ২০২)

অতঃপর হুজুর বলেন, ইহা হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম সালানা জলসার প্রথম দিবসের প্রথম অধিবেশন, এবং ইহা এই প্রথম অধিবেশনের প্রথম অর্থাৎ উদ্বোধনী ভাষণ। হুজুর অতীতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আমরা বিপদাবলীরও সম্মুখীন হইয়াছি, লেলীহান অগ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কঠিন পরীক্ষাবলীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল পরীক্ষার সময়ে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও সমর্থন অজস্র বারিধার চাইতেও অধিক সংখ্যায় বর্ষিত হইতেও দেখিয়াছি। হুজুর বলেন, আমরা আল্লাহ্‌-তায়ালার নাম প্রচার করার নগণ্য প্রচেষ্টাও চালাইয়াছি এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, আমরা যেখানে এক পয়সা খরচ করিয়াছি সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা এক কোটি টাকার ফল দেখাইয়াছেন। হুজুর বলেন, সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বিগত শতাব্দীতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান আধ্যাত্মিক পবিত্রকরণ শক্তির ফলশ্রুতিতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে—যে বিপ্লব এই জামানায় উহার চরম শিখরে উপনীত হইবে—সেই বিপ্লবের ভিত্তিপত্তন হইয়াছে এবং আগামী শতাব্দীতে উহার উপর সেই সকল সুমহান সৌধ নির্মিত হইবে যেগুলির মধ্যে বিশ্বের জাতিবর্গ বসবাস গ্রহণ করিবে। হুজুর বলেন, এই উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক কিছু করিবার আছে। আপন-পর সকলের মন জয় করিতে হইবে এবং ইসলামের সৌন্দর্যমালা ও নূরকে শয়তানী তমসাচ্ছন্ন আনাচ-কানাচেও পৌঁছাইতে হইবে।

হুজুর বলেন, আমরা গরীব, অসহায় এবং দুনিয়া হইতে বিতাড়িত ও প্রত্যাখ্যাত। আমাদের

আমাদের নিকট ধন-সম্পদ নাই, কিন্তু আমরা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া রাখিয়াছি, যিনি দুইজাহানের মালিক এবং বিশ্বজগতের রাজত্ব যাঁহার মুষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে অন্তহিন ও বেহিসাব দান করিয়া চলিয়াছেন। আমরা দোওয়া করি, তিনি যেন আমাদিগকে অপরিসীম ও বেহিসাব দান করিতে থাকেন। হুজুর বলেন, ভালভাবে বুঝিয়া নিন যে, আমাদের মধ্যে মোটেই কোন শক্তি নাই কিন্তু যিনি সকল শক্তির আধার ও উৎস, আমরা তাঁহারই পদদেশে বসিয়া আছি।

হুজুর বলেন, বিগত শতাব্দীতে (হিঃ চতুর্দশ) আমি জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের জন্য হাম্‌দ ও আয্‌ম' (—'আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং দৃঢ় মনবল ও দৃঢ় সংকল্প') মটো (Motto) হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছিলাম্‌। হুজুর হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর জন্য (এতদ উভয় ব্যতীত) আরও দুইটি মটো ঘোষণা করেন। হুজুর বলেন, প্রথম মটো হইল প্রীতি ও ভালবাসা। আমাদিগকে প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানবহৃদয় জয় করিতে হইবে। যাহারা খোদা-তায়ালাকেও গাল-মন্দ দেয়, আমরা তাহাদিগের প্রতিও ভালবাসা পোষণ করিব, আমরা ভালবাসার দ্বারাই তাহাদিগকে সত্যের পথে আনয়নের প্রয়াস পাইব। হুজুর বলেন, আমাদের পরবর্তী মটো হইল হিতাকাঙ্খা এবং মানবসেবা। হুজুর বলেন, জগত হইতে ঝগড়-বিবাদ ও অশান্তি একমাত্র তখনই দূর হইতে পারে, যখন দুনিয়া আমিত্ব ও অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া খেদমত ও সেবার অবস্থানে দণ্ডায়মান হইবে। হুজুর বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, জগত হইতে অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিবে এবং অবসান ঘটিবে আমার এবং আপনাদের হাতেই। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে বহু কুরবানী পেশ করিতে হইবে। এবং ঐ সকল কুরবানী আমরা পেশ করিব ইনশাআল্লাহ্‌। হুজুর বলেন, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি পবিত্র নাম 'মূর্তিমান কল্যাণ' ('খাইরে মুজাস্‌সাম'), এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মত কল্যাণ ও হিতৈষণার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে। হুজুর জামাতের বন্ধুগণকে উপদেশ করেন যে, কাহাকেও দুঃখ দিবেন না; কাহারও অনিষ্ট করিবে না। পাপ, দুঃখ-কষ্ট অশান্তি ও উদ্বেগের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধমান জগত হইতে এই সব কিছুর অবসান ঘটাইয়া পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনযাত্রায় আনন্দ ও শান্তি ছড়াইয়া দিতে সযত্নে চেষ্টিত হইতে হইবে, যাহাতে জগত উপলব্ধি করিতে পারে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাস্তবিকপক্ষেই জগতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃত কল্যাণকারী। হুজুর পরিশেষে বলেন যে, দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তওফিক দেন যাহাতে আমরা আমাদের দায়িত্বাবলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেগুলিকে পালন ও বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি, খোদাতায়ালার সমীপে কিছু সওগাত পেশ করিতে পারি এবং দোওয়া, আর শুধু দোওয়া এবং অশেষ ও অসাধারণ দোওয়ার মাধ্যমে তাঁহার ফজল ও কৃপা আহরণ ও আকর্ষণ করিতে পারি। আল্লাহুম্মা আমীন।

তারপর হুজুর প্রায় দুই লক্ষাধিক সমবেত মোমেনীনসহ আবেগপূর্ণ দোওয়া করেন। এবং দোওয়া শেষে উচ্চৈস্বরে সকলকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু জানাইয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন। (দৈনিক আল-ফজল, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮০ইং)

সংকলন ও অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬১)

একাদশ যুক্তি-প্রমাণ

আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা ও প্রেম

ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতার যুক্তি-প্রমাণের পরে এখন আমরা আর একটি যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করতে পারি। এই যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের সুরা আনকবুত (৭০ আয়াত) এবং সুরা আল-ইমরান ৩২ আয়াত। উভয় আয়াতের প্রেক্ষিতে বুদ্ধি-বিবেচনা জনিত যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হলো। আয়াত দুইটি নিম্নরূপ :

"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহ্দি-ইয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামায়াল মুহসেনীন।"

অর্থাৎ :—"এবং যাহারা আমাদের পথে কঠোর চেষ্টা করে, আমরা তাহাদিগকে নিশ্চয়ই আমাদের পথে পরিচালিত করিব এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্গে আছেন যাহারা 'মুহসীন' (সৎকর্মশীল)।" (সুরা আনকবুত : ৭০)

"কুল ইন্ কুন্তুম তুহেব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ুনী ইউহ্বেব কুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফের লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রহীম।"

অর্থঃ—বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহা হইলে আমাকে (হযরত মুহাম্মদ সাঃ)-কে অনুসরণ কর ; (তাহা হইলে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাকারী এবং পরম দয়ালু।

(আলে-ইমরান : ৩২)

আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি জ্বলন্ত প্রেম ও ভালবাসা সেই স্রষ্টা এবং তাঁর রসুলের সহিত একদিকে যেমন মহান যোগসূত্রের পরিচায়ক, অপরদিকে এই যোগসূত্র এরূপ একজন 'আশেক' বা প্রেমিকের সত্যতারও প্রমাণ বটে। উপরোক্ত আয়াত হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্তায়ালা সেই সকল লোককে ভালবাসেন যারা তাঁকে এবং তাঁর রসুল (সাঃ)কে ভালবাসে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির দাবীর সত্যতার যাচাই করার একটি সংশয়াতীত কষ্টি-পাথর হলো সেই ব্যক্তি কতখানি আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য এবং অনুগ্রহ লাভ করেছেন এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর প্রতি কতখানি প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা বিভূষিত হয়েছেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার অভিব্যক্তি রূপ মাপ-কাঠির দ্বারা খোদা-প্রেরিত ইমাম-মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে আগমনকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ -এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব।

ঐশী প্রেম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য ঃ

ঐশী প্রেমই হলো খোদাতায়ালার নৈকট্যের মাপকাঠি। কিন্তু প্রেম বলতে কি বুঝায়? পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"বলো ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সকল সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ, তোমাদের সকল বিষয়-সম্পত্তি, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দাভাব সম্বন্ধে তোমরা চিন্তান্বিত, তোমাদের বসত-বাটি যাহা তোমরা ভালবাসো— এইগুলি যদি আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসুল অপেক্ষা এবং আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট-স্বীকার করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাঁহার নির্দেশ সহ আগমন না করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা অবাধ্য জাতিকে হেদায়েত দান করে না" (আল-তওবা ঃ ২৪)

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যে কোন কুরবাণী পেশ করার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা ও মানসীকতার নাম আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও প্রেম। শুধু মুখে ঐশী প্রেমের কথা বলা, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র জন্য কুরবাণী এবং কষ্ট-স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হলে সেটাকে সত্যিকার অর্থে ঐশী প্রেম বলা যায় না। শুধু মৌখিক ভালবাসার কোন মূল্য নাই। কাজের মাধ্যমে এবং প্রেমাস্পদের জন্য সর্বক্ষণ উদ্বিগ্নতার মাধ্যমেই সত্যিকার প্রেমিকের পরিচয় মেলে।

ঐশী প্রেম ও ভালবাসা

যদি আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ভালবাসা ও প্রেমের মৌখিক দাবী সত্য এবং আন্তরিকতা পূর্ণ হয় তাহ'লে সেই প্রেম ও ভালবাসার পরিচয় আমরা দিতে পারি আমাদের ব্যবহার, আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, আমাদের রোজা-উপবাস, পবিত্র কুরআনের প্রতি আমাদের অফুরন্ত ভালবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে আগমনকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়াবলী সুস্পষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই—তাঁর জীবনের প্রারম্ভ হতে অথবা যখন তিনি বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হয়েছেন তখন থেকেই তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শুধু খোদাতায়ালা এবং তাঁর রসুল (সাঃ)-এর উপর। তাঁর শৈশবকাল থেকেই তিনি শরীয়ত অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করতে থাকেন। নিজ গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তাঁর পিতা তাঁকে কোন না কোন চাকুরীতে লাগানোর জন্য খুবই চেষ্টা করেছেন। সরকারী চাকুরী করা তখন একটা প্রচলিত রীতি ছিল। কিন্তু যুবক মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)কে এ ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহিত করা সম্ভব হয় নাই। পরিবারের একজন শিখ বন্ধুকে এ বিষয়ে তাঁর পিতার পক্ষ হয়ে তাঁকে বলার জন্য নিয়োগ করা হলো। শিখ বন্ধু গিয়ে দেখলেন যে, মসজিদের নির্জন প্রকষ্ঠে মীর্যা সাহেব গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করছেন। শিখ বন্ধুটি চাকুয়ীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

ধৈর্য্যের সঙ্গে সবকিছু শোনার পর হযরত মীর্যা সাহেব বলেন : আমার পিতা চান যে আমি সরকারী চাকুরীতে যোগদান করি, কিন্তু না বলে পারছি না আমি আর একজনের (অর্থাৎ খোদাতায়ালার) চকুরী করার জন্য আত্মনিবেদন করেছি।"

ঐ সময়ে হযরত মীর্যা সাহেবের সর্বক্ষণ কাটতো গভীর মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন হাদিস ও রুমীর মসনবী অধ্যয়ন, যিকরে এলাহী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় ধ্যান-মগ্ন থাকার মধ্যে ! অন্য কোন বিষয়ে খেয়াল দেওয়ার মত তাঁর কোন ইচ্ছা-আগ্রহ ছিল না। নিজের দৈনন্দিন আহারাদি সম্বন্ধেও তিনি সাদা-সিদাভাবে চলতেন। তাঁর কাছে গরীব শ্রেণীর লোকেরা আসা-যাওয়া করতো এবং তিনি তাদের সঙ্গে তাঁর প্রাপ্য খাবার ভাগ করে খেতেন। প্রায়ই এমন হতো যে, তিনি তাঁর সবটুকু খাবারই তাদেকই দিয়ে দিতেন। ভাইয়ের সংসারে তিনি যখন একত্রিতভাবে থাকতেন তখন অনেক সময় এমনও হতো যে বাড়ী থেকে তাঁর কাছে খাবার পাঠানো হতো না। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধ ছোলা খেয়েই খুশীমনে থাকতেন। এক সময় তিনি তাঁর পিতার আদেশে কাদিয়ানের বাইরে শিয়ালকোটের জেলা-কোর্টে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। এখানে কোর্টের কাজ-কর্মের পর যে সময় পেতেন তা সর্বতোভাবে লেখা-পড়া এবং ধ্যান মগ্নতায় অতিবাহিত করতেন। এমন হতে পারে যে শিয়াল-কোর্টের এই স্বল্পকালীন চাকুরী জীবনে তিনি ইসলামের শোচনীয় অবস্থা এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রচারকদের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্র ছিল এই শিয়ালকোটে। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতো এবং ইসমামের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণামূলক প্রচারণা করে বেড়াতো। খ্রীষ্টধর্ম ছিল তদানীন্তন ভারতবর্ষের শাসনকর্তাদের ধর্ম। তাই প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টান প্রচারকদের মোকাবেলা করতে লোকেরা ভীত ছিল। কিছু উলেমা সৎ সাহস দেখিয়ে ছিলেন, কিন্তু তারা সফলকাম হতে পারেন নাই। কারণ এই সকল উলেমার সত্যিকার জ্ঞান ছিল কম। বুদ্ধিমত্তা এবং ধ্যান-ধারণা ছিল অস্পষ্ট। হযরত মীর্যা সাহেব মনস্থ করলেন যে, তিনি পাদ্রী দের অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে মোকাবেলা করবেন।

খ্রীষ্টান প্রচার ছাড়া আরো অন্যান্য ইসলাম বিরোধী তৎপরতা তখন উচ্চমার্গে ছিল—বিশেষতঃ আর্য-সমাজী লেখক এবং প্রচারকগণ ইসলামের পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর উপর জঘন্য আক্রমণ চালায়। ব্রাহ্ম-সমাজ সহ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ ইসলামের উরর যেভাবে আক্রমণাত্মক লেখা ও প্রচারণা চালায় তার যথার্থ মোকাবেলার জন্য হযরত মীর্যা সাহেব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতা তাঁকে কাদিয়ানে ফিরে যেতে বলেন। তাঁর পিতা ভেবেছিলেন যে একদিন হয়তো তাঁর ছেলে স্বাভাবিকভাবেই কাজ-কর্মে মনোনিবেশ করবে এবং পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজ-কর্ম দেখা-শুনা করবে। কিন্তু হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর পিতাকে অনুরোধ জানান যে, তিনি নির্জনে থাকতেই ভালবাসেন। যেহেতু তার পিতার উপর মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজ-কর্মের অত্যাধিক চাপ ছিল, তাই তিনি পিতাকে এ ব্যাপারে সাহায্যে করতে রাজী হয়ে যান। কোর্টে যখন তিনি যেতেন তখনও খোদাতা'য়ালার প্রতি তাঁর তন্ময়তা ও মহব্বতের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। একদিন তিনি মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে কোর্টে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মোকদ্দমার কাজ শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছিল। এমন সময় নামাযের

ওয়াক্ত হলো। কোন কোন ব্যক্তি হযরত মীর্যা সাহেবকে কোর্টে থাকতে বললেন—কেননা যে কোন মুহূর্তে মোকদ্দমার কাজ শুরু হতে পারে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে রায় তাঁর বিপক্ষে যেতে পারে। কিন্তু হযরত সাহেব নামাজের জন্য কোর্ট ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন একটি বিষয় কোর্টে আলোচিত হলো যে বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে স্বয়ং নজর দেওয়া উচিৎ ছিল। ফলে কেসটির রায় তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারতো। কিন্তু বিচারক হযরত সাহেবের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর পক্ষেই অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেবের পিতার পক্ষেই রায় দিলেন।

আর একটা ঘটনা লাহোরে ঘটে। পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কিত একটি আপীল লাহোর কোর্টে বিচারাধীন ছিল। একদিন হযরত মীর্যা সাহেব খুবই সন্তুষ্টচিত্তে উক্ত কোর্ট থেকে ফিরে আসলেন। তিনি যে বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন—যাঁর সঙ্গে তাঁর আজীবন বন্ধুত্ব ছিল—তিনি হযরত সাহেবের উৎফুল্ল অভিব্যক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, নিশ্চয়ই কোর্টের রায় হযরত সাহেবের অনুকূলেই গিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি জানতে পারলেন যে, কোর্টের রায় তাঁর বিপক্ষে গেছে। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, কেসে হেরে যাওয়া সত্বেও তাঁকে এত হৃষ্টচিত্ত দেখাচ্ছে কেন? কারণ হযরত মীর্যা সাহেব কোর্ট কাচারীর ঝামেলা থেকে কিছু দিনের জন্য রেহাই পেয়েছেন এবং এর ফলে তিনি প্রশান্ত মনে আল্লাহ্‌তা'য়ালার কাছে প্রার্থনায় মশগুল থাকতে পারবেন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। তাই কেসে হেরে গিয়েও তিনি স্বস্তি এবং আনন্দ বোধ করছিলেন। ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী
সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৮তম সালানা জলসায় সিয়েরালিয়নের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষণ

রাবওয়া, (পাকিস্তান) ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং- 'সিয়েরালিয়ন মুসলিম কংগ্রেসে'র প্রেসিডেন্ট ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তফা সনোসী তাঁহার ভাষণে বলেন, মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিদের এই মহান সম্মেলন বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের পুনরুত্থান ও নবজাগরণের প্রাণবন্ত গতিশীল এই কেন্দ্রস্থলে অনুষ্ঠিত হইতেছে—ইহা কোন এক আকাস্মক ঘটনা নয় বরং ইহাই যথার্থ ও সমীচীন হইয়াছে। ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন আহ্‌মদীয়ত সাত সমুদ্রপার ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতিটি দেশেই পৌঁছিয়াছে এবং প্রত্যেক বর্ণের জাতির মধ্যে ইহার নিষ্ঠাবান ও আত্মোৎসর্গকারী অনুসারীর জামাত কায়েম করিয়াছে। জনাব সনোসী জামাত আহ্‌মদীয়ার বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যদি আমি জামাত আহ্‌মদীয়ার কর্মতৎপরতার প্রতি এই বিশ্ব-আন্তর্জাতিক মঞ্চ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ না করি, তাহা হইলে আমি শুধু এখানে উপস্থিত মণ্ডলীর দৃষ্টিতেই নয় বরং আমার নিজের দেশবাসী মুসলমানদের দৃষ্টিতেও অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তিনি বলেন, জামাত আহ্‌মদীয়ার মুবাল্লিগগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গীরা পরম দায়িত্ববোধ, পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ-তীতিক্ষার দ্বারা সিয়েরালিয়নের এবং অপরাপর দেশের জনগনের মধ্যে বিপুল অবদান ও অমূল্য সেবার স্বাক্ষর রাখিয়া চলিয়াছেন। (দৈনিক আল-ফজল)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

সংবাদ ঃ

প্রথম মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালামের সম্মানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ঢাকাস্থ 'দারুত তবলিগে' ইস্তেকবাল ও সভার আয়োজন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেবের সম্মানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে বিগত ১৭ই জানুয়ারী রোজ শনিবার 'ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে' ইস্তেকবাল (অভ্যর্থনা) ও সভার আয়োজন করা হয়। ঐ দিন বিকাল থেকেই ঢাকা জামাত সহ পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ এবং তেজগাঁ জামাতের যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য দারুত তবলীগের মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গনে সমবেত হতে থাকেন। সকল আহমদী ভ্রাতা—আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল—দুটি সারিতে শৃংখলার সঙ্গে দারুত তবলীগের প্রধান গেইট থেকে মসজিদের সিড়ি পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় মহামান্য অতিথি প্রফেসর সাহেবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। মাগরিবের পুর্বে ঠিক নির্ধারিত সময়ে প্রফেসর সাহেবের গাড়ী দারুত তবলীগে প্রবেশ করলে সর্ব প্রথম তাঁকে খোশ আমদেদ জানান বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আহমদী ভ্রাতাদের মধ্য দিয়ে প্রফেসর সাহেব মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং সেই সময় উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ সানন্দে ইসলামী 'নারা' দিতে থাকেন ঃ

নারা-এ-তকবীর ঃ আল্লাহু আকবর। খাতমান্নাবীন ঃ জিন্দাবাদ। ইসলাম ঃ জিন্দাবাদ। আহমদীয়াত ঃ জিন্দাবাদ। ইনসানিয়াত ঃ জিন্দাবাদ। সেই সঙ্গে বন্ধুগণ উৎফুল্লচিত্তে প্রফেসর সালাম ঃ জিন্দাবাদ—ধ্বনীও দিতে থাকেন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালাম (যিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠবান আহমদী মুসলমান) ঐদিন তিনি জামাতের বন্ধুদের সঙ্গে আহমদীয়া জামাতের নব-নির্মিত দ্বিতল মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর মহামান্য অতিথির সম্মানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মাণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাগ ও ময়মনসিংহ জামাতের কয়েকশত আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় ঢাকা জামাতের বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা সদস্যও উপস্থিত ছিলেন (মসজিদের একাংশে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে)। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত করে শোনান মৌলানা আব্দুল আজীজ সাদেক, সদর মুরুব্বী। অতঃপর মোহতরম প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেবের সম্মানে মোহতারম আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা-পত্র পাঠ করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। মোহতারম প্রফেসার সাহেব সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে তাঁর জ্ঞানগর্ভ নসিহত মুলক ভাষণ দান করেন। উক্ত

ভাষণে তিনি তাঁর দীর্ঘ সফরের কথা বলেন এবং সকল স্থানে আহমদীয়া জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং কুরআন শরীফ বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দোওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। তাঁহার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এবং মোহতার আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে পাঠিত সম্বর্ধনা-পত্র আগামীতে প্রকাশিত হবে।

সভাশেষে মোহতরম প্রফেসার সাহেবের সঙ্গে জামাতের উপস্থিত সকল আনসার খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণ একজন একজন করে এসে তাঁর সঙ্গে 'মুসাফা' করেন। প্রফেসর সাহেব সানন্দে সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন।

ইতিমধ্যে প্রফেসার সাহেবের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অন্য প্রোগ্রামের সময় হয়ে আসায় তিনি সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদের দ্বিতল থেকে প্রাঙ্গনে চলে আসেন। প্রাঙ্গনে তখন বহু লোকের সমারোহ। সকলের উদ্দেশ্যে 'সালাম' জানিয়ে প্রফেসার সাহেব সন্ধ্যা ৭টার দিকে 'দারুত তবলীগ' হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রফেসার সালাম সাহেবকে ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এবং ১৯শে জানুয়ারী সোমবার সকালে বিদায় জানানোর জন্য জামাতের পক্ষ হতে যথেষ্ট সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর সাহেব তাঁর অত্যন্ত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আহমদী ভ্রাতাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে আরো সাফল্যময় দীর্ঘায়ু দান করুন। (আমীন)

চট্টগ্রামে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন :

১৮ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে প্রফেসর সালামকে সম্মানসূচক ডি এস সি প্রদান করে। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে তিনি ইউনিভার্সিটি হতে সরাসরি চকবাজারস্থ চট্টগ্রাম আঞ্জুমান আহমদীয়া পৌঁছান। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্‌তারম আমীর সাহেব চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট ও জামাতের বিপুল সংখ্যক সদস্যসহ আঞ্জুমানে প্রাঙ্গণে মোহতারম প্রফেসর সালামকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁকে আনসার, খোদ্দাম ও আতফালের পক্ষ থেকে মাল্য ভূষিত করা হয় এবং জোরে-শোরে ইসলামী না'রা সমূহ দেয়া হয়। তারপর মোহতারম প্রফেসর সাহেব মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বিনীত দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উপস্থিত সকল আহমদী ভ্রাতার সহিত মোহতারম প্রফেসর সালাম সানন্দে মুসাফা করার সুযোগদানের পর তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। 'সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার।'

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

প্রফেসর আবদুস সালামের বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও অভিমত ঃ

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের গৌরব প্রফেসর আবদুস সালাম গত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় ঢাকা আগমন করেন। ১৯শে জানুয়ারী সকাল ১১টায় কলিকাতার পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। ভারতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় ও অমৃতসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ডিগ্রী ও পদক প্রদান করা হইতেছে। দেওবন্দ মাদ্রাসায়ও তিনি সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের যৌথ আমন্ত্রনে প্রফেসর সালাম বাংলাদেশ সফরে আসিয়াছিলেন। ১৭ই জানুয়ারী সকাল নয়টায় টিএসসি মিলনায়তনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন। একই দিন বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ফরেন মেম্বারশিপের সনদ পেশ করা হয়। ১৯শে জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে প্রফেসর সালামকে সম্মান-সূচক ডিএসসি প্রদান করে। একই দিন বিকালে বাংলাদেশ পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি তাঁহাকে ফেলোশিপ প্রদান করে। সর্বত্র তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকে লোকারণ্য হয়। তাঁহার সম্মানে বিশেষ প্রশংসা-সূচক সম্বর্ধনা-পত্র পাঠিত হয়। তিনি গভীর জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ সমূহ প্রদান করেন। অতি ব্যস্ততাপূর্ণ কর্ম-সূচীর মধ্য দিয়াও তিনি বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারও প্রদান করেন। সকলের মন তিনি জয় করেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সাধারণ মানুষের ভালবাসা প্রফেসর সালামকে আপ্লুত করে। দুইদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে এক অসাধারণ জাগরণ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন তিনি। 'তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান, তত্ত্বদর্শিতা, সত্যবাদীতার জ্যোতি ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির প্রভাবে সকলকে মুগ্ধ করেন।' বস্তুতঃ সকল প্রশংসা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালারই।

বাংলাদেশের মাটিতে তাঁহার পদার্পন হইতে লইয়া বাংলাদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত অনুষ্ঠানাবলী সম্পর্কে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও অভিমতের অংশবিশেষ ধারাবাহিকভাবে পাক্ষিক আহ্‌মদীতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

দৈনিক ইত্তেফাক ঃ

ঢাকায় প্রফেসর সালাম

(নাসীম উদ্দীন মোস্তান)

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের জন্য গতরাত ৯টায় ঢাকা পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার আবিস্কার ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ে অনুন্নত বিশ্ব ও মুসলিম জাহান ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ার কথা জানানো হইলে তিনি বলেন, এই উদ্দীপনা বীরপূজার বেলাভূমিতে যেন হারাইয়া না যায়। বিজ্ঞানদর্শী শিক্ষা আর সর্বস্তরের মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাগরণে জাগাইয়া তোলার জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ হারুন-উর-রশীদ ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি ডঃ এম এ গনি-সহ দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বিমান বন্দরে তাঁহাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের কাঁধে হাত রাখিয়া শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রফেসর সালাম ভি-আই-পি লাউঞ্জে উপস্থিত হন। খয়েরী স্যুট পরিহিত নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীর কোটের পকেটে ছিল সদ্য প্রস্ফুটিত এক জোড়া লাল গোলাপ। 'আসসালাম ওয়ালাইকুম' জানাইয়া তিনি উপস্থিত সকলকে ঢাকায় তাঁহার পঞ্চম সফরের সূচনায় অভিবাদন বিনিময় করেন। বাংলাদেশে তাঁহার প্রথম সফরের উপলব্ধির কথা জানানো হইলে উপস্থিত পরিচিত বৈজ্ঞানীদের দিকে তাকাইয়া প্রাণখোলা হাসিতে তিনি বলেন, চমৎকার। আগের মতই বোধ করিতেছি।

পদার্থ বিজ্ঞানের মৌল কণিকার অতি জটিল বিজ্ঞানের রাজ্য দীর্ঘ পনের বৎসরের সাধনার পর প্রফেসর সালাম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর কণারাজির বন্ধনরহস্য উদ্‌ঘাটনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। মধ্যাকর্ষণ বৈদ্যুতিক চৌম্বিক. দুর্বল ও শক্তিশালী আকর্ষণ—যে চারটি বন্ধনশক্তি এই মহাজগতের পরমাণুর কেন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে উহা প্রকৃতপক্ষে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। অভিব্যক্ত এই বিভিন্ন শক্তিকে অভিন্ন প্রমাণিত করিতে পারিলে অন্তর্গত-ভাবে অতীব সজীব ও বহিরাঙ্গে জড় এই বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড এককত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হিসাবে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়। আইনষ্টাইনের অসম্পূর্ণ সেই একক ব্রাহ্মাণ্ডতত্বের অর্ধেক কাজ করিয়াছেন প্রফেসর সালাম। তিনি বৈদ্যুতিক চৌম্বিক আকর্ষণ আর দৌর্বল শক্তিকে অভিন্ন প্রমাণ করিয়া অর্জন করিয়াছেন মনীষার শিরোপা।

বিজ্ঞানীদের পরম্পরা অবিষ্কারের ধারায় স্বীয় আবিষ্কার যুক্ত হওয়ার পর এই বিশ্বকে কী রকম লাগিতেছে, এ প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানী বলেন: যুদ্ধরত সৈনিক সমগ্র রণাঙ্গনের চেহারা দেখিতে পায় না। প্রকৃতির অনুদঘাটিত অনন্ত রহস্যের মেঘমালার রাজ্যে বিচরণ করিয়া চলিয়াছি। আমি নই, আপনারাই বলিতে পারিবেন, আবিষ্কারের আলোক সম্পাতে বিশ্বের রূপ অবয়ব কী আকার ধারণ করিতেছে।

অনুন্নত বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে বারংবার প্রফেসর সালামের সদাহাস্যমুখে হতাশার আভাস ফুটিয়া উঠে। বিজ্ঞানের অন্তহীন সম্ভাবনার একতিলও এসকল দেশ আহরণ করিতে সচেষ্ট হয় নাই—বিভিন্ন উক্তিতে তিনি একথাই তুলিয়া ধরেন।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে একতিলও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাকে তিনি সমগ্র সমাজ ও জনগণের আত্মোপলব্ধির অভাব বলিয়া উল্লেখ করেন।

আমদানীকৃত প্রযুক্তির ভিত্তিতে শিল্পায়ন সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের জবাবে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হাসিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। পরে বলেন, আগানো যাইবে না কেন। কিন্তু এহেন শিল্পায়ন অদূরেই মুখ থুবড়াইয়া পড়ে।

অনুন্নত দেশে প্রযুক্তিগত অনবদ্য কোন সাফল্যের লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রফেসর সালাম মৌন হইয়া যান। পরে মুখ তুলিয়া বলেন, না, দেখিতেছি না।

'উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তহবিল' নামক যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত উহার অতীব স্বল্প বাজেটের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, উহা এতই সামান্য যে, উহা হইতে কাহাকেও কিছু দিবার অবস্থা নাই। তবে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুন্নতির বৃত্তভেদ করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাধনার পরিকল্পনা লইয়া আগাইয়া আসিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করিবে। ঢাকায় দুইদিন অবস্থানকালে সর্বোচ্চ মহলের সহিত আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি প্রথমে অবস্থাদি জানিয়া পরে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন।

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও জ্ঞান সাধনার পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রফেসর সালাম বলেন প্রতিটি দেশকে সর্বাগ্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শক্ত-ভিত গড়িতে হইবে। ইহার পরেই যৌথ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইতে পারে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানের ভিত উন্নয়নশীল দেশ নির্বিশেষে সর্বত্রই দুর্বল। ইহার একমাত্র সমাধান বিজ্ঞানদর্শী শিক্ষা এবং সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার।

প্রফেসর সালাম, বলেন, সরকারী স্তরে ও ব্যাপক জনগণের স্তরে বিজ্ঞান চর্চা অপরিহার্য। সরকারী পর্যায়ে বিজ্ঞানকে বন্দী না রাখিয়া জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের চেতনাবোধ সঞ্চার করা অতীব জরুরী।

নবতর প্রযুক্তির দিগন্ত

একজন বিজ্ঞানীকে প্রফেসর সালামের সফরের প্রতিক্রিয়া জানাইতে বলা হইলে তিনি বলেন, আমরা গভীর অনুপ্রেরণার এক নির্ঝরণীকে আমাদের মাঝে পাইয়া অভিভূত।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির ভিত্তিতে পদার্থ রাসায়নিক ও জীবনমুখী নবতর প্রযুক্তিমালার উত্থান স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভাবিত সেই প্রযুক্তিমালা অনেক অনুন্নতিকে মুছিয়া ফেলিবার শক্তি ধারণ করিবে। প্রফেসর সালামের সাধনা ও যোগাযোগ সেই লক্ষ্যে সংহত হইতেছে। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮১ইং)

দৈনিক বাংলা :

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবে প্রফেসর সালাম

শনিবার সকাল সাড়ে ন'টা। তিল ধারণের স্থান নেই টিএসসিতে। বাইরেও অনেক লোক। সবাই দেখতে এসেছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে। এত

ভিড়, কিন্তু কোথাও কোন হৈ চৈ নেই। সবাই নীরব, কিন্তু ব্যস্ত তাঁকে একনজর দেখতে।

মিনিট পাঁচেক পরে এলেন প্রফেসর সালাম। চোখে ভারী কাচের চশমা। প্রশস্ত ললাট। কাঁচা-পাকা ঘণ শ্মশ্রুমণ্ডিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। মাঝারি গড়নের দেহাবয়ব। স্বাস্থ্যবান ৫৪ বছরের চেয়ে কম বয়সী মনে হয় তাঁকে। চেহারায় অসাধারণত্ব কিছু নেই, প্রখর দৃষ্টি ছাড়া। পরনে গাঢ় অ্যাশকলারের থ্রি পিস স্যুট, বুকে লাগানো একটি লাল গোলাপ—কাগজের তৈরী। (প্রকৃতপক্ষে সদ্য প্রস্ফুটিত—সংকলক)

শ্রোতাবৃন্দ তাঁকে আন্তরিক করতালিতে অভিনন্দন জানালেন। মঞ্চে তাঁকে হাঁসি-খুশী ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। মনে হলো নিরহংকার একজন মানুষ। আচরণে এমন কোন প্রকাশ নেই যাতে বোঝা যায় নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা বিখ্যাত বলে মনে করেন। অথচ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের অনুসন্ধানে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের একজন তিনি। আইনষ্টাইনের অসম্পূর্ণ কাজ থেকে যার বিজ্ঞান সাধনার যাত্রা শুরু।

গতকাল টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন তিনি। প্রফেসর সালাম উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বচ্ছন্দ ইংরেজীতে। ভাষণ শুরু করেন কলেমা শাহাদত আবৃত্তি করে। তাঁর ভাষণে পবিত্র কোরআন থেকে কয়েকবার উদ্ধৃতি দেন। বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম সে সম্পর্কেও বলেন তিনি। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের করতালির শব্দ ছাড়া তাঁর পঞ্চাশ মিনিটের ভাষণের সময় অখণ্ড নীরবতাকে আর কিছুই ব্যাঘাত করেনি।

নোবেল বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ ও সরকারের প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

গতকাল সকালে টিএসসিতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ এ এন মিত্র সহ কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানী যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ এন হারুনর রশীদ।

প্রফেসর সালামের উদ্বোধনী ভাষণ শুনতে টিএসসিতে বিপুল জনসমাগম হয়েছিলো। অনুষ্ঠানে নবীন-প্রবীণ বিজ্ঞানী সহ বিভাগের বহু সাবেক বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীও এসেছিলেন।

প্রফেসর সালাম বলেন, এই মহা অনুষ্ঠানে আমার একটি মাত্র কথা: অনুন্নত দেশে আরোও বিজ্ঞানী চাই। প্রযুক্তি উনয়নে আরো উদ্যোগ চাই।

শ্রোতারা তাঁর ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনেন। তিনি বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা কাজ

সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁর গবেষণা কাজের ইতিহাসের সূত্র ধরে তিনি বলেন যে, পদার্থ বিজ্ঞান এক নবতর বিকাশের দিকে এগোতে যাচ্ছে।

অনুন্নত দেশগুলোয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীল মনোভাবের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে প্রফেসর সালাম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে অনুন্নত দেশে আত্মনির্ভরতা মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য তিনি বলেন যে সরকারের সদিচ্ছাই একমাত্র বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্যে সহায়ক হবে না যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ নিজেরা উদ্যোগী না হন। সরকারের চেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিশেষ করে শিল্পপতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগও প্রয়োজনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রফেসর সালাম তাঁর ভাষণে বেশ কয়েক বার পবিত্র কোরানের বাণী উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের উন্নয়নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েই ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচ্য মধ্য-যুগ থেকে বিজ্ঞান চর্চ্চায় পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অতীত অতীতই। আমাদের সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ। যতই কঠিন হোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে'।

বিজ্ঞানে যে অবদানের জন্যে প্রফেসর সালাম ৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যাও দেন। প্রকৃতির শক্তিসমূহ একই সূত্রে গাঁথা—এটা নতুন নয়। মুসলিম বিজ্ঞানী আলবেরুনী একথা বলে গিয়েছিলেন। পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে আল্লাহ তাঁর সামগ্র সৃষ্টিতে একই শৃংখলা নির্দিষ্ট করেছেন। প্রকৃতির শক্তি-সমূহের ঐক্য বিষয়ে আলবেরুনীর পর গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল ও আইনষ্টাইনের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে প্রকৃতির শক্তিসমূহের ঐক্যের সূত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন ছিল আইনষ্টাইনের স্বপ্ন।

উন্নয়নশীল দেশগুলো ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারে তার উদাহরণ-স্বরূপ তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার কথা উল্লেখ করেন। নয়াচীনও এ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। প্রফেসর সালাম বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যে পাঁচ-সালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে সংবাদপত্রে এ শিরোনামে খবর ছাপা হয়: "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাপানকে পরাজিত করো।" আমার মতে আপনাদেরও কথা হওয়া উচিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে পরাজিত করো।"

প্রতিবেশী ভারতেও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভারতে তাঁর তত্ত্বের 'প্রোটন ডি কে' সম্পর্কে গবেষণার কাজও চলছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোয় বিজ্ঞান খ্যাতে গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ১৯৫১ সালে ঢাকায় এক বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি যা বলেছিলেন আজো তিনি সে কথার পুনরা-বৃত্তি করতে চান। অশিক্ষা দূরীকরণ, বৈজ্ঞানিক জনশক্তি বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান সাধনায় উদ্দীপ্ত করতে আধ্যাত্মিক বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সে সঙ্গে প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ফলিত ও তাত্বিক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই উপমহাদেশের সব কটি দেশে ব্যাপক ভাবে জ্ঞানর্জন অর্থ ধর্মীয় শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু পবিত্র কোরানে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্যে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

(দৈনিক বাংলা, ১৮ই জানুয়ারী '৮১ ইং।)

সাপ্তাহিক রোববার ঃ

১৯৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পাকিস্তানী অধ্যাপক আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেছেন। গত ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার রাতে তিনি ঢাকায় এসে পৌছান। ঢাকার বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে ব্যাপক সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিমান বন্দরে তিনি বলেছেন, বীর-পূজ্য নয়—বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার চাই। উপ-মহাদেশের বিজ্ঞান চর্চ্চার কিংবদন্তীর নায়ক অধ্যাপক আবদুস সালামকে এ উপলক্ষে আমরাও অভিনন্দ জানাই। এই সঙ্গে চাই আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ।

টিএসসি মিলনায়তনে এমন জনসমাগম অনেককাল হয় নি। এবং দেখেছি স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকার অনুষ্ঠানেই। এবং শুধুমাত্র সালামের জন্যই যে টিএসসি লোকের ভিড়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল—তার প্রমাণ হলো যে টিএসসি'র বিকালের অনুষ্ঠানে ছ'জন বক্তার জন্য দর্শক ছিলেন মাত্র সতেরো জন। ..... একইদিন বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনেরও প্রতিটি চেয়ার ছিলো দর্শক-শ্রোতায় পূর্ণ। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রিয় কলেমা শাহাদাৎ পড়ে তিনি ভাষণ শুরু করেন। (সাপ্তাহিক রোববার, ২৫শে জানুয়ারী '৮১ইং)

দৈনিক বাংলা ঃ

'বর্তমান অবস্থায়ও' বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির শক্তিগুলোর একীকরণ তত্ত্বের উপর কাজ শুরু করতে পারেন। এর জন্যে দামী যন্ত্রপাতি না হলেও চলবে। দরকার বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও সচেতনার প্রয়োগ। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম।

গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী তাঁকে বৈদেশিক সদস্য পদ প্রদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সভায় একাডেমীর সভাপতি ডঃ এম ও গনিও বক্তৃতা করেন।

প্রফেসর সালাম বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর দ্বিতীয় বৈদেশিক সদস্য। এর আগে অপর একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী মিঃ নরম্যান বোরলগকে একাডেমীর বৈদেশিক সদস্য পদ দেওয়া হয়।

প্রফেসর সালাম তাঁর ভাষণে তাঁর নিজেস্ব গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করেন এবং আগামী দু-এক দশকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচিত হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রফেসর সালাম শনিবার সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। তাঁর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মহলে এক উল্লেখযোগ্য সাড়া ও উৎসাহ-উদ্দীপন লক্ষ্য করা গেছে।

(দৈনিক বাংলা, ১৮ই জানুয়ারী '৮১ ইং)—(ক্রমশঃ)

বিবিধ খবর ও বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র ইওমুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপিত ঃ

১২ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৮ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় আহমদীয়া দ্বিতল মসজিদে ঢাকা জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় আমীর মৌঃ মকবুল আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল সাড়ে চার ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ঘটিকা পর্যন্ত, যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়া পবিত্র ইওমুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাতামান্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু:)-এর অনন্য মোকাম ও মর্যাদ এবং তাঁহার চিরকল্যাণবর্ষী শিক্ষা ও আদর্শের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ মোঃ মোস্তফা আলী, মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক, সদর মুরুব্বী, এবং মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব। পরিশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ভ ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, বিপুল সংখ্যক উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়, এবং সারা রাত্রি সুরম্য দ্বিতল মসজিদের বহিরাঙ্গে আলোকসজ্জা করা হয়।

তেমনিভাবে বাংলাদেশের অন্য সকল জামাতেও পূর্ণ মর্যাদা ও উদ্দীপনার সহিত পবিত্র ইওমুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপিত হয়। তেজগাঁও জামাতে একই দিন বাদ মাগরিব সীরাতুন্নবী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোক সংবাদ :

তেজগাঁও আঃ আঃ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান সাহেব বেশ কয়দিন হৃদরোগে অসুস্থতা থাকার পর ২৯-১-৮৯ বৃহস্পতিবার রাত পৌণে নয়টার সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৭ বৎসর। তিনি দুই শিশু পুত্র এবং ৬জন কন্যা রাখিয়া যান। মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

তেজগাঁও মজলিস খোঃ আঃ-এর ইজতেমা অনুষ্ঠিত ঃ

গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারী ১৯৮৯ইং তেজগাঁও মজলিস খোঃ আঃ-এর দুই দিন ব্যাপী ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ইজতেমার উদ্বোধ করেন বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর সাহেব এবং জামাতের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দীনি বিষয়ের উপর মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন ঃ

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার বিজ্ঞপ্তি ঃ

আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার [পোঃ তারুয়া, থানা ও মহকুমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জিলা কুমিল্লা] দু'দনব্যাপী ৪৬তম সালানা জলসা ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২১ ও ২২ তারিখ মোতাবেক ৯ ও ১০ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ বাংলা উক্ত গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। সবান্ধব উপস্থিতি এবং জলসার কমিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

ওয়াকফে আরজীর কল্যাণময় সুফল :

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে হুজুর (আইঃ)-এর কল্যাণময় তাহরিকাতের অন্যতম তাহরীক 'ওয়াকফে আরজী' প্রোগ্রামের কল্যাণে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার নিউ সোনাতলা গ্রামে বিগত ডিসেম্বর (৮০ইং) মাসে তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে ১০ জন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করে জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। পূর্ব হ'তে সেখানে শুধু দু'জন আহমদী ছিলেন। এ প্রসংগে আরও আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে, নব-প্রতিষ্ঠিত জামাতের মসজিদ নির্মাণের জন্য উক্ত জামাতের দু'জন ভ্রাতা মিলিতভাবে ১৬½ শতাংশ (অর্ধ বিঘা) জমি ওয়াক্‌ফ করেছেন এবং মসজিদ নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে ঐ ভ্রাতাগণ নগদ ১২০০ শত টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জমাতের সকলের নিকট এই নব-প্রতিষ্ঠিত জামাতের ঈমান ও এস্তেকামতে উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

আনসারুল্লাহর বিশেষ জ্ঞাতব্য :

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার সকল জিলা ও বিভাগীয় মজলিসের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, প্রতিটি মজলিস যেন আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১৯৮০ সনের বৎসরিক কার্যাবিবরণী ছাপানো ফরম অথবা সাদা কাগজে লিখিয়া অবশ্য প্রেরণ করেন।

খাকসার—মাজাহারুল হক, মোতামাদ উমুমী
বাংলদেশ মজলিশ আনসারুল্লাহ।

চট্টগ্রামও ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা

১। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাদ এশা হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বাদ এশা পর্যন্ত চট্টগ্রাম মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা" আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ৮নং কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ্‌।

(২) আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং রোজ শনিবার দিবাগত রাত্রি ৫টায় তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে ৮ই ফেব্রুয়ারী, রোজ রবিবার একদিনের জন্য ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ্‌।

শুভ বিবাহ

গত ৩০শে অক্টোবর ১৯৮০ইং রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে তারুয়া নিবাসী জনাব ডঃ মোঃ আহমদ আলী সাহেবের তৃতীয় ছেলে জনাব মুকাব্বের আহমদ (মুকুল)-এর সহিত নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদের প্রথমা কন্যা মুসাম্মৎ তাহামদা আহমদ (রুবী)-এর সহিত শুভ বিবাহ পাত্রীর পিতালয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুন্সী আবদুল খালেক সাহেব।

উল্লেখ্য, কন্যালয়ে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে পাত্রপক্ষের সঙ্গে নেওয়া মিষ্টান্ন বিতরণ ব্যতীত অন্য কোন রকম খানাপিনার অনুষ্ঠান হয় নাই।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন'

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor